পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩২৭তম সভার কার্যবিবরণী

২৯/০২/২০১২ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) জনাব মোঃ শাহজাহান-এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩২৭-তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নরূপ সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **নিটল-কার্টিজ পেপার মিলস্ লিঃ, কুমনা, ছাতক, সুনামগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম ঃ বিভিন্ন ধরনের কাগজ তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র, EMP প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত কারখানার অবস্থান, পর্যালোচনা চেশলিষ্ট, বিশ্লেষিত ফলাফল এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ **সভায় পর্যালোচনা করা** হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র আমদানিকৃত পাল্প দ্বারা কার্টিস পেপার, অফসেট পেপার, ওয়াটার মার্ক পেপার, প্রেস মার্ক পেপার, ফিল্টার পেপার প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য ইটিপির মাধ্যমে রি-সাইকেল করে পুনঃব্যবহার করতে হবে। এজন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক তা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

ঙ) ইটিপি-র ইনলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ছ) ফ্লোর ওয়াশিং ও ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিট ব্যবহার করতে হবে।

জ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ট) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঠ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

ড) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ণ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২. **ন্যাম ট্রেডিং এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ লিঃ (ইউনিট-২), এ/১১৯,১২০,১২১ বিসিক শিল্প নগরী, কোণাবাড়ী, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টেক্সটাইলের প্রসেসিং এবং ফিনিশিং-এ ব্যবহৃত কেমিক্যাল প্রস্তুতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক **নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে** পরিবেশগত **ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ**

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাই কেমিক্যাল মিক্সিং, ফরমুলেশন ও প্যাকেজিং এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) ইটিপি-র ইনলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঙ) এ ছাড়পত্র জারীর এক মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্তরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঞ) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

ঠ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

ড) কারখানায় সৃষ্ট কঠিনবর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঢ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ণ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিতিত্তে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ত) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, নিরাপদ চশমা, বুট, এপ্রোন ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

থ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

দ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩. **কেন্দ্রীয় তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণাগার (CWPSE), পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গণকবাড়ী, DEPZ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, বিভাগীয় দপ্তরের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সুপারিশ, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩০৭তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পটির জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী নির্ধারিত পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি চালানের মাধ্যমে প্রদানের বিধান থাকলেও উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত চালানের কাগজে কোন ব্যাংকে এবং কত তারিখে জমা দেয়া হয়েছে তার কোন সীল বা স্বাক্ষর নেই। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি বাবদ জমাকৃত ট্রেজারী চালানের মূলকপি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং উদ্যোক্তার নিকট থেকে ট্রেজারী চালানের মূলকপি প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র পারমানবিক প্রযুক্তি ব্যবহারকারী বিভিন্ন স্থাপনা (চিকিৎসা, শিল্প, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পরমাণু গবেষণা চুল্লী, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন গবেষণাগার) হতে উদ্ভূত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের কার্যক্রম, জায়গা সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট কঠিন, তরল ও বায়বীয় বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা ।

ঘ) প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয়তার মানমাত্রা পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে।

ঙ) তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিরাপদে সংরক্ষণ ও পরিবেশসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য IAEA-র গাইডলাইন এবং বাংলাদেশ সরকারের পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৯৭ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এর কোন ব্যত্যয় হলে তার দায়দায়িত্ব উদ্যোক্তাকে বহন করতে হবে।

চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমণের জন্য স্থাপিত হেপা ফিল্টার ও চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) কেন্দ্রীয় তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষনাগারে সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) কেন্দ্রীয় তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষনাগারে পারমানবিক বিদ্যুৎ প্লান্টের নিউক্লিয়ার বর্জ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা যাবে না।

ঝ) প্রকল্প এলাকার ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পরিবহন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

ট) কর্মরত শ্রমিকদেরকে প্রকল্পের অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক তেজস্ক্রিয়তা নিরোধক পোষাক, নোজ মাস্ক, নিরাপদ চশমা, বুট, এপ্রোন ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে প্রকল্প এলাকায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪. **এ্যাবকট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বহেরার চালা, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিলিচড কটন, কটন বাড ও কটন বল প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক **নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে** পরিবেশগত **ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ**

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বিলিচড কটন, কটন বাড ও কটন বল প্রস্তুত-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ

ওয়াশিং) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর এক মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

চ) ইটিপি-র ইনলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৫. **অরবিট প্রসেসিং মিলস (প্রাঃ) লিঃ, ভাদাম, টঙ্গী, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফ্যাব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিশ্লেষিত ফলাফল ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ফ্যাব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ EMP প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

চ) ইটিপি-র ইনলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৬. **সাউথ ওয়েস্ট কম্পোজিট লিঃ, কালামপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিট ফ্যাব্রিক্স ও ইয়ার্ণ ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নিট ফ্যাব্রিক্স ডাইং ও ইয়ার্ণ ডাইং-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ EMP প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

চ) ইটিপি-র ইনলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৭. **ওয়াংস টেক্সটাইল লিমিটেড, আহাম্মদনগর, বাইপাইল, ধামসোনা, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ণ ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইয়ার্ণ ডাইং-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ EMP প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

চ) ইটিপি-র ইনলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিতিত্তে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৮. **বেস্ট স্টিল লিঃ (ইউনিট-২), সাং- ভাটিয়ারী, ইউনিয়নঃ ভাটিয়ারী, থানাঃ সীতাকুন্ড, জেলাঃ চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও পর্যালোচনা চেকলিষ্ট এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(১) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কোন কর্মকান্ড দ্বারা কোন ভাবেই পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ) দূষণ করা যাবে না;

(২) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর সৃষ্ট বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ এবং তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশসমম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে;

(৩) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর জন্য প্রযোজ্য; শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে;

(৪) ইয়ার্ডের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে;

(৫) এই ইয়ার্ডে ভাঙ্গার জন্য আনীত কোন জাহাজ ভাঙ্গার পূর্বে ইয়ার্ড মালিককে এ মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, ঐ জাহাজটি প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসারে আমদানী করা হয়েছে এবং ভাঙ্গার জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে;

(৬) পরিবেশ অধিদপ্তরের NOC গ্রহণ করেনি এমন কোন জাহাজ ভাঙ্গা/অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইয়ার্ডে আনা যাবে না;

(৭) জাহাজের সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপুর্ন জায়গাসমূহে নিরাপদে যাতায়াত করার জন্য well ventilated ও গ্যাস ফ্রী অবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় রিসাইকেলেবল দ্রব্যাদি Ship Dismantling Plan অনুযায়ী সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, সংরক্ষণসহ রেজিষ্টার্ড ভেন্ডরদের নিকট সরবরাহের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত রেকর্ড মেইনটেইন করতে হবে;

(৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে বর্জ্য সংগ্রহ ও Storage সুবিধাদি স্থাপন করতে হবে;

(১০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর জাহাজ ভাঙ্গা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট স্লাজ পরিবহনের জন্য ভাউচার এর ব্যবস্থা করতে হবে। জাহাজ হতে তৈল এবং স্লাজ আহরণের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে কোনও তেল/স্লাজ সমুদ্রে না পড়তে পারে। জাহাজের চতুর্পাশ্বে ওয়েল বুম দ্বারা জাহাজ ঘিরে রাখতে হবে। ভাসমান তেল পরবর্তীতে সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে সংগ্রহপূর্বক অপসারন করতে হবে। ইয়ার্ডে তেল এবং স্লাজ সংরক্ষনের জন্য ওয়েল ট্যাংক স্থাপন করতে হবে। এ তেল/স্লাজ পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে হবে। এতদসংক্রান্ত রেজিস্টার বই সংরক্ষণ করতে হবে;

(১১) হ্যাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল বিশেষ করে এ্যাসবেস্টস ও গ্লাস উল ইত্যাদি সংগ্রহ, স্ট্রিপিং ও হ্যান্ডলিং-এর জন্য HEPA Filter যুক্ত নেগেটিভ প্রেশার ক্লোজড সিস্টেম রুম এর ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরণের হ্যাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ, স্ট্রিপিং ও হ্যান্ডলিং-এর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে। এ ধরনের বস্তুসমূহ হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এর কোন বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে তা অবশ্যই পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে;

(১২) হ্যাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল হিসেবে চিহ্নিত পিসিবি প্রশিক্ষিত লোকবলের দ্বারা পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ISM পদ্ধতিতে অপসারণ অথবা পরিবেশসম্মতভাবে Incineration করতে হবে;

(১৩) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করতে হবে। জাহাজ ভাঙ্গা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পাম্প করে ইয়ার্ডের ভিতরে স্থাপিত পরিশোধনাগারে পরিশোধনপূর্বক নির্গমন করতে হবে। নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষনিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রান্ত হতে পারবে না;

(১৪) ইয়ার্ডে শীপ ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জাহাজে উঠানামার জন্য ডেডিকেটেড ক্রেন থাকতে হবে। কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জাহাজে উঠানামা করা যাবে না;

(১৫) জাহাজের Spent lubricating oil, Sludge এবং Oil Filter পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ ও নিরাপদে মজুদ করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না;

(১৬) তৈল মিশ্রিত তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Oil Water Separator (API Separator) স্থাপন করতে হবে;

(১৭) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (ODS) আছে এমন সকল যন্ত্রপাতি থেকে ওডিএস সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশসম্মত অপসারণ ও রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করতে হবে;

(১৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় সংগৃহীত হেভী মেটাল যথাযথভাবে পৃথকীকরণ, সংরক্ষণ ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে রিসাইকেল করতে হবে;

(১৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। ইয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে;

(২০) প্রতিষ্ঠানটিতে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(২১) প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তা সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;

(২২) অগ্নি দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে ইয়ার্ডে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে;

(২৩) ইয়ার্ডে দুঘটনা রোধে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার করে শ্রমিকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মহড়ার আয়োজন করতে হবে;

(২৪) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে;

(২৫) ইয়ার্ডে কর্মরত শ্রমিকদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার ও মেডিক্যাল ষ্টাফ নিয়োজিত করতে হবে;

(২৬) শ্রমিকদের আবাসন সংকট দুরীকরণে স্বাস্থ্যসম্মত আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(২৭) কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম যেমন: হ্যান্ড গ্লোভস, হেলমেট, এয়ার প্লাগ এন্ড এয়ার মাফস, সেফটি স্যুজ, গামবুট, সেফটি গগলস, সেফটি বেল্ট, সেফটি মাস্ক, রেসপিরেটর, বডি প্রটেকশন স্যুট, ইমার্জেন্সী ব্রেথিং ডিভাইস ইত্যাদি শ্রমিকদের সরবরাহ করা ও এ সবের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

(২৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে সকল ধরনের সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড, নোটিশ, সংকেত , স্ট্যান্ডার্ড কালার কোড ইত্যাদি যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে;

(২৯) যে কোন ধরনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে জরুরী নির্গমণ পথ চিহ্নিত করতে হবে;

(৩০) কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সকল ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;

(৩১) একঘেয়েমী কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য মাঝে মাঝে শ্রমিকদের বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৩২) দূর্ভাগ্যক্রমে দূর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহত ব্যক্তিবর্গের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ লেবার কোর্ট-এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে;

(৩৩) এ কর্মকান্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি ইয়ার্ডে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে;

(৩৪) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কর্মরত দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকসহ কর্মকর্তাদের তালিকা (নাম, পদবী ও ঠিকানাসহ) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং সময়ে সময়ে এর আপডেট তালিকা পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে;

(৩৫) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোতে কর্মপরিবেশগত নিরাপত্তা (OHS) ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে;

(৩৬) ইয়ার্ডটি যথাসম্ভব গুড হাউজ কিপিং এর মাধ্যমে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;

(৩৭) ইয়ার্ডে যথাসম্ভব রাত্রিকালীন কাজ পরিহার করতে হবে। উপযুক্ত লাইটিং সিস্টেম ছাড়া রাত্রিকালীন কোন কাজ করা যাবে না;

(৩৮) যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য ইমার্জেন্সী রেসপন্স প্ল্যান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং এই প্ল্যান অনুসারে সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;

(৩৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোতে ভারী লোহার প্লেট বহনের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ক্রেন ব্যবহার করতে হবে। কোনক্রমেই বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত ভারী বস্তু ম্যানুয়ালী হ্যান্ডলিং ও বহন করানো যাবে না;

(৪০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কর্মরত সকল লোকবলের ডিউটি রোষ্টার, চেইন অফ কমান্ড, রিপোটিং এবং দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ, অনুসরণ ও প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে যথাযথভাবে রেকর্ড মেইনটেইন করতে হবে; ডিউটি রোষ্টার ইয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে;

(৪১) ইয়ার্ডের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রাসহ OHS ও ইয়ার্ডে কর্মরত লোকবলের স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর মনিটরিং রিপোর্ট পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে;

(৪২) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষণমূলক কোন অভিযোগ উত্থাপিত ও অত্র দপ্তর কর্তৃক তা প্রমানিত হলে অত্র দপ্তরের নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ/সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি (কার্যক্রম বন্ধসহ) গ্রহণে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে;

(৪৩) এ ছাড়পত্র কোন অবস্থাতেই হস্তান্তর যোগ্য নয়;

(৪৪) ছাড়পত্রের মূলকপি শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টীম বা কোন কর্মকর্তা ইয়ার্ড পরিদর্শনে গেলে তাদেরকে ছাড়পত্র প্রদর্শন ও শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিদর্শনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে;

(৪৫) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর পরিচালনার ক্ষেত্রে অননুমোদিত দূষণকারী শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড পরিচালনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কারিগরী কমিটির নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে;

(৪৬) সরকার কর্তৃক জাহাজ ভাঙ্গা ও বিপদজনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা এবং জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পরিশোধন, শ্রমিক/কর্মচারীদের পেশাগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রণীত গাইডলাইন জারী হওয়ার পর তার আলোকে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

(৪৭) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

(৪৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

(৪৯) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত যে কোন নির্দেশনা (যাহা উপরে উল্লেখিত শর্তে আরোপ করা হয়নি) প্রতিপালনে সংশ্লিষ্ট শীপ ইয়ার্ড বাধ্য থাকবে;

(৫০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কার্যক্রম পরিচালনাকালে পরিবেশ দূষণজনিত কারণে জনজীবন ও পরিবেশ বিপর্যস্ত হইবার আশংকা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলসহ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(৫১) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৪ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় ছাড়াও বিস্ফোরক অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কারখানা পরিদর্শকের কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে এতদ্বারা অনুরোধ জানানো হলো;

(৫২) উপরে উল্লেখিত ১-৫১ ক্রমিকে বর্ণিত যে কোন শর্ত ভংগ করলে এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে এবং শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর বিরূদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ও এর আওতায় সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধিমালার আওতায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(৫৩) উপরোল্লিখিত শতাদিসহ EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে একটি অঙ্গীকারনামা ছাড়পত্র জারীর ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং এর অনুলিপি পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

(৫৪) উপরোল্লিখিত শর্তাদিসহ EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করে পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে;

(৫৫) ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে আনীত জাহাজটি যে স্থানে এসে ভিড়বে, সেই জায়গার যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামার সত্যায়িত কপি ছাড়পত্র জারীর ০১ (এক) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং এর অনুলিপি পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

(৫৬) উল্লেখিত Mitigation Measures বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কোন জাহাজ ভাঙ্গা যাবে না। এর কোন ব্যত্যয় হলে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এবং সংশ্লিষ্ট জাহাজের বিরূদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯. **হক এন্ড কোম্পানী (ড্রাইসেল) লিঃ, ১৬১, টঙ্গী শিল্প এলাকা, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ড্রাইসেল ব্যাটারি প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানাটির অনুকূলে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ড্রাইসেল ব্যাটারী প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যাবে না। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

গ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

চ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে সার্বক্ষণিক এপ্রোন, হাত গ্লাভস, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

জ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঝ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১০. **মাল্টি ফ্যাবস লিঃ, নয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডায়িং, ফিনিশিং এন্ড কম্পোজিট নিট গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিশ্লেষিত ফলাফল ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নিটিং, ডায়িং, ফিনিশিং এন্ড কম্পোজিট নিট গার্মেন্টস-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ EMP প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

চ) ইটিপি-র ইনলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিতিত্তে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১১. রক্সি পেইন্টস লিঃ (ইউনিট-২), প্লট নং-বি- ৬৭,৬৮, ৬৯ বিসিক শিল্প নগরী, কাঁচপুর সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেইন্টস উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র পেইন্টস প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর এক মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

চ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে ।

ঞ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য ও স্লাজ পোড়ানোর জন্য যথাযথ মানের ইনসিনারেটর স্থাপন করতে হবে।

ট) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ড) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১২. **মেসার্স আবেদীন কেমিক্যাল ওয়ার্কস, ৪৭৬, কালিপুর মধ্য পাড়া, ভৈরব, উপজেলাঃ ভৈরব, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল প্রস্তুত) ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ২৯৭, ৩০৪ ও ৩১১তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব, সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের সুপারিশ এবং ছাড়পত্র বিয়য়ক কমিটির সদস্য কর্তৃক পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মশার কয়েল প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/ বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা।

ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

জ) কারখায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে ।

ঝ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে ।

ঞ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালূ রাখতে হবে

ট) কারখানার অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঠ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠঅন ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিত্রয় করা যাবেনা ।

ড) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।

ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ণ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ত) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ূর গুণগতমান (NOx, Sox, SPM)-এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

থ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

দ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৩. এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার প্রজেক্ট লিঃ, ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পোষ্ট ইআইএ ও ইএমপি প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র ১৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

ছ) পোষ্ট ইআইএ ও ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ অনুমোদন

১. **ন্যাশনাল ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (প্রথম পর্যায়), দক্ষিণ বাংলা পাড়া, মৌজাঃ জঙ্গল গোয়ালিয়া পালং, ইউপিঃ খুনিয়া পালং, থানাঃ রামু, জেলাঃ কক্সবাজার** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট নির্মাণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩২৬তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভার আলোচনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে দাখিলকৃত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) প্রকল্পের আওতায় কোন পাহাড়/টিলা কর্তন করা যাবে না এবং পাহাড় কর্তন না করার বিষয়টি প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যানে উল্লেখিত যে কোন স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে যদি কোন পাহাড়/টিলা ড্রেসিং/লেভেলিং করার প্রয়োজন হয়, তবে সেক্ষেত্রে তার ডিটেইল ডিজাইন দাখিলপূর্বক সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য ইমার্জেন্সী প্লান প্রণয়ন ও সে আলোকে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

চ) প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলাকালে সৃষ্ট কঠিন, তরল ও বায়বীয় বর্জ্য এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

ছ) প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ঝরনা, ছড়া বা প্রাকৃতিক খাল, ইত্যাদি অক্ষুন্ন রেখে উপযুক্ত ড্রেইনেজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

জ) প্রকল্পের সকল স্থাপনা ও প্রাচীরের সাথে উপযুক্ত ডিজাইনের ড্রেনেজ পদ্ধতি স্থাপন করতে হবে।

ঝ) প্রকল্পের প্রধান ফটকের নিকটে প্রকল্প এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও স্থাপনাসমূহের নকশা সম্বলিত বড় আকারের সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে।

ঞ) প্রকল্প এলাকার কোন পাহাড়/টিলায় গাছপালা কর্তন বা ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করে কোন প্রকার চাষাবাদ করা যাবে না।

ট) প্রকল্প এলাকার ন্যাড়া পাহাড়সমূহ উপযুক্ত প্রজাতির বৃক্ষ দ্বারা বনায়ন করতে হবে।

ঠ) পাহাড়/টিলায় নকশা বহির্ভূত কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না।

ড) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পের কোন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।

ঢ) প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি স্থাপনার পাশে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয় ও বিধি নিষেধের বিজ্ঞপ্তি সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে।

ণ) প্রকল্প এলাকার কোন ঝোপ-ঝাড় আগুন দিয়ে পোড়ানো যাবে না।

ত) প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান জীববৈচিত্র ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

থ) প্রকল্পের নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করার জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়া যাবে।

২. **আশুলিয়া মডেল টাউন, আশুলিয়া ও বিরুলিয়া ইউনিয়ন, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত ও পরবর্তীতে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন খাগান, আকরান, বড়কাকর ও উত্তর দত্তপাড়া মৌজায় ২১৫.১৮৫৮ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করার জন্য দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

খ) প্রকল্পের বিশেষত্ব অনুযায়ী এ প্রকল্পের আওতায় প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ কোন অবস্থাতেই বিঘ্ন করা যাবে না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যাবে না।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে দাখিলকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **শাহারিশ কম্পোজিট টাওয়েল লিঃ, বাহেরারচালা, ডাক- গিলাবেরাইদ, থানা- শ্রীপুর, জেলা- গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টাওয়েল ও বেডসিট প্রস্তুত) ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, আইইই **প্রতিবেদন,** পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত **প্রস্তাবিত অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা** করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রস্তাবিত ড্রেনেজ লাইনসহ আইইই ফরমেটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত কার্যপরিধির (TOR) ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক উক্ত প্রতিবেদনে ইটিপি'র বিস্তারিত ডিজাইনসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও অগ্নি নির্বপন কল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নের সময়সূচী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

i. তরল বর্জ্য সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাব দূরীকরণের জন্য যে সকল মিটিগেশন মেজার্স নেয়া হবে তার যৌক্তিকতা ও বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের সাথে তুলনামূলক বিবরণ;

ii. যে দেশ থেকে কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানী করা হবে তার নাম; ইটিপি-এর যন্ত্রাদি একই প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কিনা এবং না থাকলে তার যৌক্তিকতা;

iii. রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বিস্তারিত Manufacturing Process এর বিবরণ;

- ❖ পানি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কাঁচা মালসমূহের Mass Balance হিসাব;
- ❖ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের পরিমান, বিক্রিয়া ও রাসায়নিক প্রকৃতি;
- ❖ পরিশোধনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য তরল বর্জ্যের গুণগত মান (pH, DO, BOD, COD, TSS, TDS, SS, Fe ইত্যাদি)।
- ❖ যন্ত্রপাতির বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন উল্লেখপূর্বক উপযুক্ত স্কেলে ইটিপি'র ডিজাইন, ডাইমেনশন ও সেকশন এলিভেশনসহ বিশদ নকশা ও বাস্তবায়নের সময়সূচী;
- ❖ পরিশোধনের বিভিন্ন ধাপের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও ক্যালকুলেশন/স্লাজের পরিমান ও চূড়ান্ত ডিসপোজাল সিস্টেমের বিস্তারিত বিবরণ;
- ❖ তরল বর্জ্যের চূড়ান্ত অপসারণ স্থানের পানির গুণগত মান ও পানিতে বিদ্যমান জীববৈচিত্রের বিবরণ;
- ❖ ইটিপি অপারেশন ও রক্ষনাবেক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং ইটিপি এর পদ্ধতির যৌক্তিকতা ও বিকল্প পদ্ধতি সমূহের মধ্যে আর্থিক, কারিগরী, ডিজাইন, অপারেশন, ও রক্ষানাবেক্ষণগত সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তুলনামূলক বিবরণ;
- ❖ ইটিপি-এর প্রতিটি ইউনিটের ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতিসমূহের সাথে আর্থিক, কারিগরী, ডিজাইন, অপারেশন, ও রক্ষানাবেক্ষণগত সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তুলনামূলক বিবরণ;

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা, স্থাপিতব্য ইটিপি-এর ডিটেইল ডিজাইন (ক্যালকুলেশনসহ) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

ছ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।

জ) শিল্প ইমারত দ্বারা সাইটের সর্বাধিক ৬৬% স্থান আচ্ছাদিত করা যাবে উহার পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে নূন্যতম ২.৫০মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখতে হবে।

ঝ) ক-জ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ এবং কারখানা উৎপাদনে যেতে পারবে না।

২. **ম্যাক্স লংকা পাওয়ার লিঃ, সাং- দৈয়ারা, ডাকঃ আহম্মদ নগর, জাঙ্গালিয়া, থানাঃ- সদর দক্ষিণ, জেলা- কুমিল্লা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, আইইই **প্রতিবেদন,** পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত **প্রস্তাবিত অবস্থান** এবং সংশ্লিষ্ট **বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা** করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) শিল্প ইমারত দ্বারা সাইটের সর্বাধিক ৬৬% স্থান আচ্ছাদিত করা যাবে এবং উহার পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে ন্যূনতম ২.৫০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখাতে হবে।

গ) আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ কারখানা সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার

পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা এবং তরল বর্জ্য পরিশোধনের ডিটেইল পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Spent lubricating oil, oil Filter এবং Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

ছ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।

জ) ক-ছ-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেতে পারবে না।

৩. **মেসার্স এম এইচ কে মবিল অয়েল রিফাইনারি ফ্যাক্টরি, হায়দারাবাদ, পূবাইল, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লুব অয়েল রিসাইক্লিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই ফরমেট, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত কারখানার প্রস্তাবিত অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

ঙ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ ও কারখানা উৎপাদনে যেতে পারবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কারখানা উৎপাদনে যেতে পারবে না।

৪. **EST PTE Ltd, গ্রামঃ কাউয়াদি, ডাকঃ চরসিন্দুর, থানাঃ পলাশ, নরসিংদী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্রেক অয়েল ও মটর অয়েল তৈরী) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই ফরমেট, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত কারখানার প্রস্তাবিত অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

ঙ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ ও কারখানা উৎপাদনে যেতে পারবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কারখানা উৎপাদনে যেতে পারবে না।

ঘ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **সাত্তার টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ, চান্দরা, সফিপুর, কালিয়াকৈর, শফিপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্পিনিং, উইভিং, ডাইং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানাটির অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২. **এম, এম নিটওয়ার লিঃ, আমবাগ রোড, কোণাবাড়ী, নীলনগর গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিট ফ্যাব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানাটির অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩. **গ্রীণ মডেল টাউন, বিশ্ব রোড, খিলগাঁও, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪. **কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস লিঃপ্লট নং- ৮৫-৮৮ (সম্প্রসারিত জোন), ডিইপিজেড, থানাঃ আশুলিয়া, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাসিফায়ার)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫. **Bibiyana Expansion Project, Chevron Bangladesh Block Twelve, Ltd. Bay`s Galleria (4th floor), 57 Gulshan Avenue, Gulshan, Dhaka-1212** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের সম্প্রসারণ কার্যক্রম)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬. **স্কয়ার ফ্যাশনস লিমিটেড (ইউনিট-২), সাং- ভোগড়া ইউনিয়নঃ বাসন, জয়দেবপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্ক্রিন প্রিন্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিশ্লেষিত ফলাফল ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানাটির অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭. **এভারওয়ে ইয়ার্ণ ডাইং লিঃ, পাগাড়, মন্নুনগর, থানাঃ টঙ্গী, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ণ ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিশ্লেষিত ফলাফল ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানাটির অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮. **মেঘনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ, গ্রাম-ভাতুর্কা,মৌজা- চাইরা, মুন্ডুরীখোলা, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ N, P, K, S মিশ্র সার প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র, EMP প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত কারখানার অবস্থান, পর্যালোচনা চেকলিষ্ট এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ **সভায় পর্যালোচনা করা** হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৯. **মাণিকখালী সেতু নির্মাণসহ আশাশুনি-পাইকগাছা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (সওজ), সড়ক বিভাগ, সাতক্ষীরা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ **রাস্তা উন্নয়ন ও সেতু নির্মাণ**)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ঙ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ অনুমোদন

১. **পান্না ব্যাটারি লিমিটেড, পরীক্ষিতপুর, থানাঃ মধুখালী, ফরিদপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্ক্র্যাপ ব্যাটারি হতে সীসা আহরণ, পুণঃ প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২. **স্যানিটারী ল্যান্ডফিল নির্মাণ প্রকল্প, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, মৌজাঃ মাথাভাঙ্গা, উপজেলাঃ বটিয়াঘাটা, খুলনা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্যানিটারী ল্যান্ডফিল নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **গ্রীণ হাউজিং এনার্জি লিঃ (GHEL), সাত খামাইর, মাওনা, থানাঃ শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্ক্র্যাপ ব্যাটারি হতে সীসা আহরণ, পুণঃ প্রক্রিয়াকরণ ও সোলার ব্যাটারি উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, আইইই **প্রতিবেদন,** পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত **প্রস্তাবিত অবস্থান, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ এবং** পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩২১তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তার জবাব **সভায় পর্যালোচনা** করা হয়। পর্যালোচনান্তে প্রস্তাবিত কারখানার অবস্থান ও উৎপাদন কার্যক্রম-এর উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. **মেসার্স সাদ মুছা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল পার্ক, আনোয়ারা বরকল সড়ক, থানাঃ আনোয়ারা, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শিল্প পার্ক স্থাপন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩১১তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তার জবাব সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩. **ঘিওর দৌলতপুর (পুরাতন ধলেশ্বরী) বাঁধ প্রকল্প, ঘিউর ও দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, সিরাজগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নদীর তীর সংরক্ষণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিষ্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

(ক) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ অত্যাবশ্যক। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী এ ধরনের প্রকল্প লাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং এ ধরনের প্রকল্পের জন্য বিধি অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর হতে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (EIA) প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(খ) অনুমোদিত টিওআর এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগীয় দপ্তরে আবেদন করতে হবে।

(গ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

ছ) বিবিধ ঃ

১. **মেসার্স বেঙ্গল হারিকেন ডাইং এন্ড প্রিন্টিং (প্রাঃ) লিঃ, তালতলী, মৌজা- বি কে বাড়ী, দাগ নং-৪০৭৪, ৪০৭৩, ৪০৪৯ গাজীপুর সদর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিট ফ্যাব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, বিশ্লেষিত ফলাফল, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইতোপূর্বে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে দেয় পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গত ১৪/০১/২০০৪ তারিখে পঅ/ঢাবি/৭২৬৮/১৭৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলীর বহাল রেখে ১৩/০১/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত নবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২. **লাকসাম-চিনকি-আস্তানা ডবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরবি, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেল লাইন নির্মাণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে প্রযোজ্য ছাড়পত্র ফি গ্রহণপূর্বক অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

(সৈয়দ নজমুল আহসান)
উপ-পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)
ও
সদস্য-সচিব

(একেএম রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)
ও
সদস্য

(এস, এম, তারিক)
উপ-পরিচালক (ইআইএ)
ও
কো-অপট্ সদস্য

(এস, এম, আহসানুল আজিজ)
উপ-পরিচালক (জলঃ পরিবর্তন)
ও
সদস্য

(ড. মুঃ সোহরাব আলি)
উপ-পরিচালক (পানি ও জৈব)
ও
কো-অপট্ সদস্য

(মোহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)
উপ-পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
ও
সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)
উপ-পরিচালক (আইন)
ও
সদস্য

(মোঃ আবুল মনসুর)
পরিচালক (গবেষণাগার)
ও
সদস্য

(মোঃ জাফর সিদ্দিক)
পরিচালক (আইন)
ও
সদস্য

(মোঃ শাহ্জাহান)
পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)
ও
আহবায়ক